Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বৌদ্ধধর্ম- একাত্মবাদ, মূর্তি পূজা ও রিসালাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Nusaiba Nowreen Sara

রোলঃ 21500040

৮ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বৌদ্ধধর্ম- একাত্মবাদ, মূর্তি পূজা ও রিসালাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Nusaiba Nowreen Sara

রোলঃ 21500040

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বৌদ্ধধর্ম- একাত্মবাদ, মূর্তি পূজা ও রিসালাত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Nusaiba Nowreen Sara, আইডিঃ 21500040 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বৌদ্ধধর্ম- একাত্মবাদ, মূর্তি পূজা ও রিসালাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Nusaiba Nowreen Sara

আইডিঃ 21500040

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১. সূচনা:	৫
২. ব্যুৎপত্তি:	৫
২.১ বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি:	৬
২.২ বৌদ্ধ ধর্মের শাখা ও এর বিস্তৃতি:	৭
২.৩ রিসালাতের উদ্দেশ্য:	৮
২.৪ মহাযান বৌদ্ধধর্মে রিসালাত:	৯
২.৫ বুদ্ধের দর্শন:	১১
৩. দাওয়াত:	১৪
বিষয় ১: একাত্মবাদ	১৪
বিষয় ২: মূর্তি পূজা	১৬
বিষয় ৩: রিসালাত	১৯
৪. উপসংহার:	৩৩
তথ্যসূত্র	৩৪

১. সূচনা

বৌদ্ধধর্ম একটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম এবং দার্শনিক ঐতিহ্য, যা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে পরিচিত। এই ধর্মের অনুসারী সংখ্যা প্রায় ৫২০ মিলিয়ন, এবং তারা প্রাধান্যত বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত। বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন আধ্যাত্মিক চর্চা, বিশ্বাস, এবং ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যময়, এবং এটি মূলত সিদ্ধার্থ গৌতমের শিক্ষাও তার ব্যাখ্যায় ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধধর্ম খ্রিস্টপূর্বের ৬ষ্ঠ এবং ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাচীন ভারতে উৎপত্তি লাভ করে, এবং এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

রিসালাত হলো একটি আরবি শব্দ যার অর্থ বার্তা বা উপদেশ। বৌদ্ধ ধর্মে, রিসালাতকে সত্যের বাণী বা উপদেশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই সত্যের বাণী কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত হয় না, বরং সকল মানুষই এই সত্যের সন্ধানে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মে, রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সত্যের আলোর সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে মুক্তির পথে পরিচালিত করা।

২. ব্যুৎপত্তি

"বুদ্ধ" শব্দটি একজন জ্ঞানপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত, জ্ঞানী বা জাগরিত মানুষকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি উপাসনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং পরম জ্ঞানকে বোধবান করার জন্য ব্যবহৃত হয় (উদাহরণস্বরূপ, একজন বোধিসত্ত্ব বোধবান হয় যখন তিনি বোধিবৃক্ষের নিচে তপস্যা করে প্রবর্তন করেন)। সম্পূর্ণ অর্থে, যে কোনও মানুষ বোধিপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত এবং জাগরিত হতে পারে। সিদ্ধার্থ গৌতম এইকালের এমন একজন "বুদ্ধ" ছিলেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ববর্তী জীবনে তিনি বোধিসত্ত্ব হিসেবে ৫৪৭ (মতান্তরে ৫৫০) বার বিভিন্ন কূলে (বংশে) জন্ম নেয়, এবং পরবর্তী জন্মে বুদ্ধ হয়। তার শেষ জন্মে তিনি এই দুঃখময় সংসারে আর জন্ম নেয়ননি, এটাই তার শেষ জন্ম ছিল।

গৌতম বুদ্ধের জীবনী: বুদ্ধ গৌতমের পিতা ছিলেন রাজা শুদ্ধোধন, এবং তার মা ছিলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে লুম্বিনি কাননে জন্ম নেন। তার জন্মের ৭ দিন পর তার মা মহামায়া মারা যান। তার ছোটো দিনের থেকেই তিনি প্রাক্তন বিষয়ে দৃঢ় আগ্রহ প্রদর্শন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত করার পর, সিদ্ধার্থ দেখে তার বৃদ্ধ সাধু বন্ধু অসিতের সাথে বন্ধুত্ব করেন, যে তাকে উপাসনা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে উপলব্ধি করান। এরপর সিদ্ধার্থ প্রাকৃত সংসারের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে স্থায়ী জীবন থেকে হারিয়ে যান, এবং ২৯ বছরের বয়সে গৃহত্যাগ করেন। এরপর তিনি ৬ বছর কাঠিন্য সাধনা করে, সমস্ত ধার্মিক জ্ঞান এবং দর্শন অর্জন করেন, এবং শেষে বোধিজ্ঞান গৌতমের লাভ করেন বোধিবৃক্ষের নীচে। এরপর, বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের বাণী প্রচার করার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে যান এবং তার শিষ্যদের শিক্ষা দেন। শেষে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে তিনি কুশীনগরে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বাণীর মূল অর্থ হল "অহিংসা"।

২.১ বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতিঃ

বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক ধারণা সংক্ষেপে সমার্থ্যপূর্ণভাবে করা যেতে পারে - কর্মযোগ এবং নির্বাণ প্রাপ্তি। এছাড়া, অন্যান্য মর্মিক নীতির মধ্যে অষ্টাঙ্গিকমার্গ এবং জন্মান্তরবাদ সহ সার্বজনীন নীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বৌদ্ধধর্মে ভরপুর অর্থে বুঝা হয় যে, মানুষের কর্মই তার জীবনের মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ আংশ। প্রত্যেক জন্মেই মানুষ যদি সত্য কর্ম প্রদর্শন করে, তবে এই জন্মান্তরের চক্র থেকে নির্বাণ অর্জন সম্ভব হবে।

বুদ্ধের চারটি আর্যসত্য দ্বারা বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠাপিত হয়, যা হলো তৃষ্ণা এবং আসক্তি দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ দূর করা। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে নির্বাণ প্রাপ্তির মাধ্যমে অথবা বোধিসত্ত্ব অনুসরণের মাধ্যমে, মানব জীবনের চক্র থেকে পারিতে হবে, যার ফলে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি অর্জন করা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে অষ্টাঙ্গিকমার্গ এবং জন্মান্তরবাদ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, এবং এই ধর্মের শিক্ষা ও অনুষ্ঠানের সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়।

২.২ বৌদ্ধ ধর্মের শাখা ও এর বিস্তৃতিঃ

বৌদ্ধধর্ম তিনটি প্রধান শাখা অনুসরণ করে, যা প্রধানভাবে পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃত:

★ **থেরবাদ:** থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রধানভাবে শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রচলিত আছে। এই শাখার অনুসারী বৌদ্ধধর্মের মূল শিক্ষাগুলি অনুসরণ করে থাকেন।

★ **মহাযান:** মহাযান বৌদ্ধধর্ম পূর্ব এশিয়া জুড়ে পাওয়া যায় এবং এই শাখার অনুসারীরা পুণ্যভূমি, জেন, নিচিরেন, শিঙ্গোন ও তিয়ান্তাই ঐতিহ্য মুলত অনুসরণ করে থাকেন।

★ **বজ্রযান:** বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় মহাসিদ্ধদের তন্ত্রসাধনা ও শিক্ষা দ্বারা উদ্ভূত একটি পৃথক শাখা অথবা মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়।

তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম হিমালয় অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া ও কালমিকিয়াতে চর্চিত এবং এই শাখার অনুসারীরা অষ্টম শতাব্দীর ভারতের বজ্রযান শিক্ষাবলিকে ধারণ করে।

বৌদ্ধ ধর্মে, রিসালাতের তিনটি প্রধান স্তর রয়েছে:

★ **মহাযান বৌদ্ধধর্ম:** মহাযান বৌদ্ধধর্মে, রিসালাতকে "বোধিসত্ত্বের প্রতিশ্রুতি"* হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। বোধিসত্ত্ব হলো একজন ব্যক্তি যিনি মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন এবং অন্যদেরও মুক্তির পথে পরিচালিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মহাযান বৌদ্ধধর্মে, রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষকে মুক্তি লাভ করাতে সহায়তা করা।

★ **থেরাবাদ বৌদ্ধধর্ম:** থেরাবাদ বৌদ্ধধর্মে, রিসালাতকে "বুদ্ধের শিক্ষা" হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। বুদ্ধ হলো একজন ব্যক্তি যিনি মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন এবং এই পথের সন্ধানে অন্যদেরকে সহায়তা করেছেন। থেরাবাদ বৌদ্ধধর্মে, রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বুদ্ধের শিক্ষার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করাতে সহায়তা করা।

★ **জনগণ বৌদ্ধধর্ম:** জনগণ বৌদ্ধধর্মে, রিসালাতকে "জীবনের বাস্তবতা" হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, রিসালাত হলো মানুষের জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে শিক্ষা। জনগণ বৌদ্ধধর্মে, রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদেরকে মুক্তির পথে পরিচালিত করা।

২.৩ রিসালাতের উদ্দেশ্য:

বৌদ্ধ ধর্মে, রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মুক্তি লাভ করাতে সহায়তা করা। বৌদ্ধ ধর্মে, মুক্তি হলো দুঃখ থেকে মুক্তি। দুঃখ হলো জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস করে যে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে, দুঃখের তিনটি মূল কারণ রয়েছে:

★ **অবিদ্যা:** অবিদ্যা হলো অজ্ঞতা বা ভুল ধারণা। অবিদ্যার কারণে মানুষ দুঃখের কারণগুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারে না এবং এর থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় না।

★ **অসজ্ঞতার বাসনা:** অসজ্ঞতার বাসনা হলো অন্তহীন বাসনা। মানুষ অন্তহীনভাবে বস্তুগত সম্পদ, সুখ-শান্তি, ক্ষমতা ইত্যাদি লাভের বাসনা করে। এই বাসনার কারণে মানুষ দুঃখের মধ্যে নিপতিত হয়।

★ **অবিবেক কর্ম:** অবিবেক কর্ম হলো অজ্ঞানতার কারণে করা কর্ম। অজ্ঞানতার কারণে মানুষ এমন কর্ম করে যা তাকে দুঃখের দিকে নিয়ে যায়।

রিসালাতের মাধ্যমে মানুষকে এই তিনটি মূল কারণ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ দুঃখের কারণগুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারে এবং এর থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পেতে পারে।

রিসালাতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর বিকাশ ঘটে:

জ্ঞান: রিসালাতের মাধ্যমে মানুষ দুঃখের প্রকৃতি, কারণ এবং এর থেকে মুক্তির পথ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।

প্রজ্ঞা: রিসালাতের মাধ্যমে মানুষ বাসনা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়ে প্রজ্ঞা অর্জন করে।

সাধনা: রিসালাতের মাধ্যমে মানুষ নির্বাণ লাভের জন্য সাধনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

২.৪ মহাযান বৌদ্ধধর্মে রিসালাত:

মহাযান বৌদ্ধধর্মে, রিসালাতকে "বোধিসত্ত্বের প্রতিশ্রুতি" হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। বোধিসত্ত্ব হলো একজন ব্যক্তি যিনি মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন এবং অন্যদেরও মুক্তির পথে পরিচালিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মহাযান বৌদ্ধধর্মে, রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষকে মুক্তি লাভ করাতে সহায়তা করা।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে, রিসালাতের তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে:

- ★ **বোধিসত্ত্বের প্রতিশ্রুতি:** বোধিসত্ত্বের প্রতিশ্রুতি হলো সকল মানুষকে মুক্তি লাভ করাতে সহায়তা করার অঙ্গীকার। এই প্রতিশ্রুতি রিসালাতের মূল উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে।
- ★ **বোধিসত্ত্বের গুণাবলী:** বোধিসত্ত্বের গুণাবলী হলো সেই গুণাবলী যা একজন বোধিসত্ত্বকে মুক্তি লাভের পথে পরিচালিত করে। এই গুণাবলী রিসালাতের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

★ **বোধিসত্ত্বের কর্ম:** বোধিসত্ত্বের কর্ম হলো সেই কর্ম যা একজন বোধিসত্ত্ব অন্যদের মুক্তি লাভের পথে পরিচালিত করার জন্য করে। এই কর্ম রিসালাতের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

বোধিসত্ত্বের প্রতিশ্রুতি

বোধিসত্ত্বের প্রতিশ্রুতি হলো মহাযান বৌদ্ধধর্মের রিসালাতের মূল ভিত্তি। এই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বোধিসত্ত্বরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে তারা সকল মানুষকে মুক্তি লাভ করাতে সহায়তা করবেন।

বোধিসত্ত্বের প্রতিশ্রুতি তিনটি স্তরে বিভক্ত:

প্রথম স্তর: এই স্তরে, বোধিসত্ত্বরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে তারা মুক্তির পথ খুঁজে বের করবেন।

দ্বিতীয় স্তর: এই স্তরে, বোধিসত্ত্বরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে তারা মুক্তির পথ অর্জন করবেন।

তৃতীয় স্তর: এই স্তরে, বোধিসত্ত্বরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে তারা মুক্তির পথ অন্যান্যকে শেখাবেন।

বোধিসত্ত্বের গুণাবলী

বোধিসত্ত্বের গুণাবলী হলো সেই গুণাবলী যা একজন বোধিসত্ত্বকে মুক্তি লাভের পথে পরিচালিত করে। এই গুণাবলী রিসালাতের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

বোধিসত্ত্বের গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে:

করুণা: করুণা হলো অন্যদের দুঃখের প্রতি অনুভূতিশীলতা।

প্রজ্ঞা: প্রজ্ঞা হলো সঠিক জ্ঞান এবং বোঝাপড়া।

সাম্য: সাম্য হলো সকল সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা।

শান্তি: শান্তি হলো অন্তর্নিহিত শান্তি।

বোধিসত্ত্বের কর্ম

বোধিসত্ত্বের কর্ম হলো সেই কর্ম যা একজন বোধিসত্ত্ব অন্যদের মুক্তি লাভের পথে পরিচালিত করার জন্য করে। এই কর্ম রিসালাতের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

বোধিসত্ত্বের কর্মের মধ্যে রয়েছে:

শিক্ষা প্রদান: বোধিসত্ত্বরা তাদের জ্ঞান ও বোঝাপড়া অন্যদের সাথে শেয়ার করেন।

সহায়তা প্রদান: বোধিসত্ত্বরা অন্যদের দুঃখ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করেন।

অন্তর্ভুক্তি: বোধিসত্ত্বরা সকল সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করেন।

২.৫ বুদ্ধের দর্শন:

বুদ্ধের দর্শনের মূল অংশ হলো দুঃখের কারণ এবং সেই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। বুদ্ধের দর্শনে বাসনা হল সমস্ত দুঃখের মূল। বৌদ্ধমতে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ, যা নিভে যাওয়া, বিলুপ্তি, বিলয়, অবসান ইত্যাদি অর্থ ধারণ করে। বুদ্ধ মতে, নির্বাণ হলো সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায়। এই সংক্ষেপে বুদ্ধের দর্শনের প্রধান মূল প্রস্তাবনা সারাংশে তালিকাবদ্ধ হতে পারে:

★ দুঃখের কারণ: বুদ্ধ দুঃখের কারণের অনুশেষণ করেছেন এবং বাসনার প্রবৃদ্ধির ফলে মানুষ দুঃখে আবদ্ধ থাকেন।

★ নির্বাণের উপায়: বুদ্ধের দর্শনে নির্বাণ সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পেতের উপায় হলো প্রধান লক্ষ্য এবং এটাকে নির্বাণ বলা হয়। নির্বাণ এই দুঃখ থেকে মুক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এটি নিভে যাওয়া, বিলুপ্তি, বিলয়, অবসান ইত্যাদি অর্থে পরিণত হতে পারে।

★ চারটি আর্যসত্য: বুদ্ধের চারটি আর্যসত্য বৌদ্ধধর্মের মূল প্রস্তাবনা, এটি পালিঃ চত্বারি আর্য্য সত্যানি নামে পরিচিত। এই আর্যসত্যগুলি অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

পরকাল: বুদ্ধের দর্শনে পরকাল মানব জীবনের কর্মের উপর নির্ভর করে, মৃত্যুর পর মানুষ ৩১ লোকভূমির যে কোনো একটিতে গমন করে। এই ৩১ লোকভূমি মূলত ৪ প্রকার অপায় (তীর্যক, প্রেতলোক, অসুর, নরক) এবং ৭ প্রকার স্বর্গে (মনুষ্যলোক, চতুর্মহারাজিক স্বর্গ, তাবতিংশ স্বর্গ, যাম স্বর্গ, তুষিত স্বর্গ, নির্মানরতি স্বর্গ, পরনির্মিত সবতি স্বর্গ) বিভক্ত হয়। বুদ্ধের দর্শনে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হলো দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে এবং এই মুক্তি পেতে সঠিক কর্ম এবং সত্যের পথে চলা।

নির্বাণ: নির্বাণ বৌদ্ধ ধর্মের একটি মুখ্য ধর্মীয় প্রতীক্ষিপ্তি হিসেবে পরিচিত। এটি বুদ্ধের দর্শনে দুঃখ থেকে মুক্তি পেতের উপায় এবং অস্তিত্বের আবাস হলো একটি মুক্ত, অসীম, অবিক্ষেপ্ত অবস্থা। নির্বাণ এই ধর্মীয় আবাসের সূচনা করে যে দুঃখ থেকে মুক্তি সম্ভব।

বৌদ্ধধর্মে নির্বাণের মূল বোধগম্য মাধ্যম হিসেবে ধ্যান এবং সাধনার মাধ্যমে প্রাপ্ত করা যেতে পারে, যা মধ্যপথ অথবা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের একটি অংশ। এই মার্গে ধ্যান, সীল, সমাধি ইত্যাদি একাধিক ধারণা ও প্রশ্নের সমাহার বা প্রতিত্যক্ত দিক থেকে নির্বাণে প্রাপ্তি হতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো "ত্রিপিটক" বা "ত্রিপিটকা" যা পালি ভাষায় লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থ বুদ্ধের শিক্ষাসূচনা, উপদেশ, এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রথাপত্তির স্রোত হিসেবে কাজ করে। ত্রিপিটক মূলত তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়:

- ★ **বিনয় পিটক (Vinaya Pitaka):** এই পিটকে বৌদ্ধ মহাসংঘের সদস্যদের প্রতি সংগ্রামী দিকে যে নির্দেশনা দেওয়া হলো, যেখানে উপদেশ দেওয়া হলো কী প্রকারে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক আচরণ করতে হবে।
- ★ **সূত্র পিটক (Sutta Pitaka):** এই পিটকে বুদ্ধের উপদেশ, উপমান্য গল্প, এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান শিক্ষাসূচনা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি সংরক্ষিত আছে।
- ★ **অভিধর্ম পিটক (Abhidhamma Pitaka):** এই পিটকে বুদ্ধের শিক্ষাসূচনা এবং ধর্মের বিচারে ব্যবহৃত পরিসংখ্যান এবং তাত্ত্বিক বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়।

এই গ্রন্থগুলি মূলত পালি ভাষায় লেখা হয়েছে এবং এদের অনুবাদ এবং টিপিটক কমেন্টারিস্টদের দ্বারা অনুবাদিত হয়েছে যার মধ্যে প্রায় সবচেয়ে পরিচিত হলো থেরাবাদ বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ।

তবে, বৌদ্ধ ধর্মে আরো অনেক গ্রন্থ এবং ঐতিহ্য রয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন বৌদ্ধ শাখাগুলিতে ব্যবহৃত হয়। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ সাধারণভাবে "কানের টিপিটক" হিসেবে পরিচিত, এটি তিব্বতে বৌদ্ধ মহাসংঘের ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহ থেকে গঠিত। খ্রীষ্ট পূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট অশোক এর রাজত্বকালে ত্রিপিটক পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থনের কাজ শুরু হয়েছিল গৌতম বুদ্ধ এর মহাপরিনির্বানের তিন মাস পর অর্থাৎ

খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৪৩ অব্দে এবং সমাপ্তি ঘটে খ্রীষ্ট পূর্ব প্রায় ২৩৬ অব্দে । প্রায় তিনশ বছরে তিনটি সঙ্ঘায়নের মধ্যে এর গ্রন্থায়নের কাজ শেষ হয়।

নির্বাণের বৌদ্ধ ধর্মে গুরুত্বপূর্ণ একটি মুদ্রা হিসেবে প্রতীক্ষিপ্তি দেওয়া হয়, যা সাধারণভাবে বুদ্ধের বস্ত্র এবং বিশেষ ধরণের কুশের নীচে অবস্থিত এবং ধ্যানের অবস্থা দেখাতে সেটির একটি চিত্র।

৩. দাওয়াত

একজন বৌদ্ধ ধমাবলম্বিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কিছু অনুশীলন।

বিষয় ১: একাত্মবাদ

আমি: আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা

সাবিত্রী: নমস্কার ওয়ালাইকুম

আমি: বান্ধবী দেখেছো আজকের দিন টা কত সুন্দর। কি চমৎকার নরম রোদ আর বাতাসে শীতের আমেজ।

সাবিত্রী: হুম আসলেই বেশ সুন্দর আরামদায়ক।

আমি: দেখেছো প্রকৃতিগত সুন্দর একটা সিস্টেম মেইনটেইন করে?

শীতের পর গরম, গরমের পর আবার পর্যায়ক্রমে শীত। একেকটা ঋতুতে একেক ধারা। তোমার কি মনে হয় না, আড়াল থেকে কেউ একজন এগুলোর কলকাঠি নাড়ছে, নিয়ন্ত্রণ করছে?

সাবিত্রী: ঠিক বুঝলাম না.

আমি: মানে, তোমার কি মনে হয় না, এই পৃথিবী/ পৃথিবীর বাইরে যা কিছু আছে সব এমনি এমনি হয়ে যায় নি, সবকিছুই কেউ না কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে?

সাবিত্রী: হতে পারে, কনফিউজড!

আমি: তুমি দেখো, প্রতিদিন একই দিকে সূর্য উঠছে আবার একই দিকে (পশ্চিমে) অস্ত যাচ্ছে। আকাশের মেঘ আকাশের ওপরেই থাকছে, টুপ করে আমাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়ছে না। নদীর ঢেউ একই হৃদমে বয়ে চলছে , পাখিরা ডানা মেলে উড়ে চলে কে তাকে ওরা শেখালো? আবার দেখো হাস কিংবা হাঁসের ছানা কিভাবে ডিম থেকে ফুটেই সাঁতার কাটে? কে তাকে সাঁতার শেখালো? আমরা মানুষরা হাঁটাচলা করি, কথা বলি,

কে আমাদের হাটতে শেখালো? আমাদের কথা বলতে শেখালো? শব্দ উচ্চারণ করা শেখালো বলতো?

সাবিত্রী: উমম, প্রকৃতিগতভাবে?

আমি: এই প্রকৃতিকে কে? কে তাকে সৃষ্টি করলো? প্রকৃতি মানে কি শুধুই গাছপালা আকাশ মাটি? যদি তাই হয়, এগুলোকে সৃষ্টি করল কে? নিয়ন্ত্রণ করে কে??

সাবিত্রী: এভাবে ভেবে দেখিনি।

আমি: এভাবেই তো ভাবতে হবে বোন! খুব বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা করলে দেখা যায় এইসব কিছুর পেছনে আছেন একজন, তিনিই আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামিন। তিনি বলেন,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)

اَللّٰهُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ وَ سَخَّرَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ كُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّكُمۡ بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوۡقِنُوۡنَ ﴿۲﴾

আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন,

যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার। (সুরা রা’দ, আয়াত ২)

وَ هُوَ الَّذِیۡ مَدَّ الۡاَرۡضَ وَ جَعَلَ فِیۡهَا رَوَاسِیَ وَ اَنۡهٰرًا ؕ وَ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیۡهَا زَوۡجَیۡنِ اثۡنَیۡنِ یُغۡشِی الَّیۡلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ﴿۳﴾

و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهرا و من کل الثمرت جعل فیها زوجین اثنین یغشی الیل النهار ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون ﴿۳﴾

আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সুরা রা’দ, আয়াত ৩)

বিষয় ২: মূর্তি পূজা

আমি: সাবিত্রী জানো? তোমরা যার পূজা করো ভক্তি কর সেই গৌতম বুদ্ধও কিন্তু মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন।

সাবিত্রী: তাই নাকি ?

আমি: বুদ্ধু নিজেকে কখনোই ঈশ্বর অবতার বা উপাস্য রূপে উপস্থাপন করেননি। তিনি কোন দেবদেবীর উপাসক ও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত একজন সত্যান্বেষী মানুষ জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য কে খুঁজেছেন তিনি। অতঃপর মানুষকে সরল, অনারম্বর জীবন যাপনের দীক্ষা প্রদান করেছেন ।নিশ্চিত ভাবে বুদ্ধ ছিলেন তার নিজের বা যে কোনো মূর্তি নির্মাণের এবং চিত্রাংকনের বিরোধী।

সাবিত্রী: এ ব্যাপারে প্রমাণ দিতে পারো?

আমি: অবশ্যই, ইন শা আল্লাহ! বুদ্ধ নিজেই সুস্পষ্টভাবে তা নিষেধ করে গেছেন। তিনি বলেন, তার মৃত্যুর পর তাকে যেন কোনরূপ মূর্তি বানিয়ে বা চিত্র এঁকে উপস্থাপন না করা হয় (দীঘা নিকায়া)।

"Due to the statement of the Master in the Dighanikaya disfavouring his repressentation in human form after the extinction of body, relucatance prevailed for some time."Also" Hinayanis opposed image worship of the Master due to canonical restrictions."

R.C. Sharma ; in "The art of Mathura, India" Tokyo National Museum 2002

সাবিত্রী: তবে যে ,আমরা দেখতে পাই বুদ্ধের মূর্তি দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলো ভরে ফেলা- এটা কিভাবে হলো?

আমি: বৌদ্ধ ধর্মে প্রথম পূজা শুরু হয় ভাস্কর্যের নামে - মূর্তির নামে নয়।

সাবিত্রী: ভাস্কর্যের নামে ?সেটা কিভাবে??

আমি: সেই ভাস্কর্য আসলে আগে ছিল স্তুপ, ঢিবি বা গাদা । বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার দেহাবশেষ এটি সরল স্তুপ আকারে সমাধিস্ত করার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু সমাধি স্তুপের ওপর কোন সৌধ নির্মাণ করতে বলেননি , স্তুপ পূজা করার কোন অনুমতিও তিনি দেননি । বলা হয়ে থাকে, তার মহাপরিনির্বানের পর দেহাবশেষ ৮ ভাগ করে স্তূপ আকারে আটটি পৃথক অঞ্চলে সমাধিস্থ করা হয়। প্রথমদিকে শুধুই শ্রদ্ধার সাথে তার কথা স্মরণ করার জন্য মানুষ এই সমাধিগুলোতে গিয়েছে। কিন্তু কালক্রমে রীতিমতো আচার অনুষ্ঠানসহ স্তুপ পূজা শুরু হয়ে যায় । আর তা কেবল ওই আটটি স্থানে সীমাবদ্ধ থাকেনি , নানা অঞ্চলে নতুন নতুন স্তূপ এবং স্তুপ কে কেন্দ্র করে জৌলুস পূর্ণ সৌধ তৈরি করে বৌদ্ধরা এসবের পূজায় লিপ্ত হয়েছে ।

সাবিত্রী: এগুলো কি তোমার কথা? প্রমাণ দিতে পারবে?

আমি: না ,আমার কথা নয় । তবে প্রমাণ দিতে পারব, ইন শা আল্লাহ্ ।

ডক্টর প্রণব বড়ুয়া একজন স্বনামধন্য বৌদ্ধ পন্ডিত । তিনি তার বই "বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি"- এ পৃষ্ঠা নং ১৭৫ এ লিখেছেন ,

"বৌদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন হলো বৌদ্ধস্তূপ। বুদ্ধের অস্থি বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা করার জন্যই প্রথমে স্তুপ এর পরিকল্পনা করা হয়। বৌদ্ধরা স্তুপ কে পবিত্র মন্দিরের ন্যায় মনে করত এবং পরবর্তীকালে তারা স্তুপ কে বন্দনা এবং পূজা অর্চনা করতে শুরু করে।"

আরো আছে- বুদ্ধের প্রথম নরত্বরোমূলক উপস্থাপনার বা মূর্তির হাদিস পাওয়া যায় গ্রিক উপনিবেশিক শহর ' আলাসান্দ্রায়'(বর্তমানে তা কাবুলের উত্তরে অবস্থিত) । গ্রীক -বৌদ্ধ শাসনআমলে, যার সূচনা হয়েছিল ১৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ।এই মূর্তি নির্মাণের পেছনে ছিল তাদের বৌদ্ধ ধর্ম বরনের পূর্ববর্তী গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব। তারাই প্রথম বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ নেয় ,যা তারা করেছিল তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের সূর্য দেবতা অ্যাপোলো অথবা ইন্দো- গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাকট্রিয়র প্রথম দেমত্রিয়স এর শারীরিক গঠন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। এভাবে তারাই প্রথম মূর্তির মাধ্যমে বুদ্ধের একটা ভৌত বৈশিষ্ট্য গঠন করে ।

মূলত: দুই কাধ ঢাকা কাপড় পরিহিত বুদ্ধের যে মূর্তি আমরা দেখতে পাই তা প্রাচীন গ্রিক -রোমান সাম্রাজ্যের পরিহিত এক ধরনের গ্রিক ঐতিহ্যগত পোশাক টোগা ও হিমাশনের সমতুল্য বলে অনেক ইতিহাসবেত্তা মনে করেন ।এছাড়া বুদ্ধের কোকড়ানো চুল এবং উষ্ণিষ (মাথার উপর ডিম্বাকৃতি চুলের ঝুটি) মূলত ভাস্কর্য বেলভেদের অ্যাপেলো এর অনুকরণে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

(গ্রিক -বৌদ্ধ অন্তক্রিয়া উইকিপিডিয়া, বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস)

সাবিত্রী: এরপর?

আমি: এরপরই আসলে বুদ্ধমূর্তি তৈরির চল শুরু হয়ে যায়। অথচ এই বিষয়ে বুদ্ধের নিজেরই স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছিল।

প্রথম বুদ্ধ মূর্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নোবেল চৌধুরী প্রজ্ঞা লিখেছেন- বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে জানা যায় একসময় রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন- 'ভগবান আপনার অবর্তমানে কাকে পূজা করলে আপনার পূজা হবে?'

বুদ্ধ প্রতুত্তরে ভাষণ করেছিলেন- 'আমার অবর্তমানে বধির বৃক্ষকে পূজা করলে আমার পূজা হবে।' তখনও ভগবান বৌদ্ধ মূর্তি নির্মাণে মত দেননি।

কিংবদন্তি অনুসারে, গৌতম বুদ্ধ তিন মাসের জন্য তাবতিংসে তার মা ও ঋদ্ধিমান দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করতে গিয়েছিলেন ।এদিকে বুদ্ধের অবর্তমানে বুদ্ধ ভক্ত রাজা প্রসেনজিৎ একটি চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি তৈরি করে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। বুদ্ধের আগমনের সাথে সাথে সেই মূর্তিটি সরিয়ে নেয়া হয়। (বুদ্ধমূর্তি সাম্য মৈত্র জানুয়ারি ৫ ২০১৮)

তাহলে মূল কথা হলো, গৌতম বুদ্ধ যে বৌদ্ধ ধর্ম রেখে গিয়েছিলেন -তা ছিল মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে। তিনি তার মূর্তি নির্মাণ বা চিত্রাঙ্কনে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গেছেন, পূজা তো বহু দূরের কথা। তার মহা পরিনির্মাণের অনেক পরে তার সমাধিস্থল ভ্রমণকারী মানুষ স্তুপপূজা শুরু করেন এভাবেই ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মে মানুষ মূর্তি পূজা শুরু হয় ।

বিষয় ৩: রিসালাত

আমি: জানো সাবিত্রী, তোমাদের ধর্মগ্রন্থে আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলা আছে? তুমি কি তা জানো?

সাবিত্রী: তাই? তুমি কিভাবে জানো? আমাকে বলো?

আমি: প্রায় সব বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আছে ভবিষ্যতে একজন মায়েত্রি আসবেন ,আর চিপকমতি সিংঘনাথ সুকান্তার "ডি ১১১৭৬" এ বলা হয়েছে - "আর একজন বুদ্ধ আসবেন তার নাম মায়িত্রী। যিনি পবিত্র ,যিনি সবার উপরে, যিনি আলোক প্রাপ্ত ,খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী। যিনি মঙ্গলজনক ,যার রয়েছে বিশ্ব জগতের জ্ঞান। তিনি অলৌকিকভাবে যে জ্ঞান আরোহন করবেন সেটা পুরো পৃথিবীতে প্রচার করবেন। তিনি একটা নতুন ধর্ম প্রচার করবেন যে ধর্মটা শুরুতে গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে এবং শেষ সময়ও গৌরবময় থাকবে। তিনি একটা জীবন দর্শন

প্রচার করবেন, যেটা হবে সত্য এবং পুরোপুরি সঠিক। তার সাথে থাকবে কয়েক হাজার সন্ন্যাসী।"

সাবিত্রী: আর??

আমি: এই কথাটা আরো বলা হয়েছে-"সেকেন্ড বুক অফ ইস্ট এর ৩৫ নম্বর খন্ডের ২৩৫ পৃষ্ঠায়। বলা হয়েছে- "একজন মায়েত্রী আসবেন যার কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুন থাকবে। তিনি হাজার হাজার মানুষকে নেতৃত্ব দিবেন, যেখানে আমি নেতৃত্ব দিয়েছি মাত্র কয়েকশো মানুষকে।"

আরো আছে- "গোস্তল্ অফ বুদ্ধায়" ২১৭ ও ২১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় -আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, 'হে আশীর্বাদ প্রাপ্ত, আপনি যখন চলে যাবেন, কে আমাদেরকে পথ দেখাবেন? গৌতম বুদ্ধ উত্তরে বললেন 'আমি এই পৃথিবীতে প্রথম বুদ্ধ নই, এমনকি শেষ বুদ্ধও নই। ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে আরো একজন বুদ্ধ আসবেন, যিনি পবিত্র, সবার উপরে, যিনি আলোকপ্রাপ্ত, যিনি মঙ্গলজনক, যার রয়েছে বিশ্বজগতের জ্ঞান। তিনি প্রচার করবেন একটা ধর্ম, যে ধর্ম শুরুতে গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে, এমন কি শেষ সময়েও গৌরবময় থাকবে। তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তার ভিত্তি হবে সত্য ।আর সেটাই হবে সঠিক জীবন দর্শন। আর তার থাকবে হাজার হাজার শিষ্য।"

বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ তাকে প্রশ্ন করল- 'আমরা তাকে কিভাবে চিনবো? বুদ্ধ উত্তর দিলেন- 'সেই লোকের নাম হবে মায়েত্রী।"

সাবিত্রী: মায়েত্রী?

আমি: হুম, মায়েত্রী। মায়ত্রি অর্থাৎ ক্ষমাশীল ,স্নেহময় ,দয়ালু ,করুণাময়। এই শব্দটার আরবী করলে হবে "রহমা"। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন –

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۰۷﴾

আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭),

এই রহমত এর সমর্থক শব্দ ক্ষমা যা পবিত্র কুরআনে আছে সব মিলিয়ে ৪০৯ বার আর কোরআনের প্রত্যেক সূরার (শুধুমাত্র সূরা তওবা বাদে) শুরুতে আছে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। যার অর্থ- "পরম করুণাময়, অসম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু "।

বলা যায়, তোমাদের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে যে মায়েত্রী নামে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ। তিনি ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত। যখন ওহি নাজিল হতো, তিনি উজ্জ্বল হতেন।

সাবিত্রী: ওহী কি ?

আমি: ওহী হচ্ছে আল্লাহর বাণী। যখন ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীর কাছে তা নিয়ে আসতেন, নাজিলের সময় তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম উজ্জ্বল হতেন।

তোমাদের ধর্মে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আরো ভবিষ্যৎবাণী আছে সিক্রেট বুক অফ ইস্টের **১১** নং খন্ডের ৩৬ নং পৃষ্ঠায় মহাপারনির্বাণ সত্তা এর ২ নং অধ্যায়ের ৩২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ,

"গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে তার কোন গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য শিক্ষা ছিল না। তিনি বলেন- "হে আনন্দ তথাগতরা অথবা শিক্ষকেরা মুঠোবদ্ধ করে রাখবে না ; জ্ঞানটা নিজের কাছে রাখবে না, এটা প্রচার করতে হবে।"

আর এদিকে দেখো -আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী হিসেবে যা পেয়েছিলেন, তা সঙ্গে সঙ্গে সবার কাছে প্রচার করেছেন। তার সাহাবাগণ কে বলেছেন "এগুলো মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখোনা, এগুলো প্রচার করো।" আর বৌদ্ধ ধর্মের ভবিষ্যৎ বাণীতে বলা হয়েছে, এখানে প্রকাশ্য বা গুপ্ত কিছুই নেই সবকিছুই প্রকাশ করতে হবে।

তোমাদের ধর্মগ্রন্থে আরো বলা হয়েছে- সিক্রেট বুক অফ ইস্টের ১১ নং খন্ডের ৯৭ নং পৃষ্ঠায় - মহাপরিনির্বাণ সত্তা ৫ নং অধ্যায়ের ৩৬ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,, গৌতম বুদ্ধের যেমন পরিচারক ছিল,(প্রধান শিষ্য আনন্দ) একইভাবে মায়েত্রিরও এক পরিচালক থাকবে। ইতিহাস থেকে, সিরাত থেকে আমরা জানতে পারি যে ,নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর একজন সাহাবী ছিল- যার নাম ছিল আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু । তাকে তার বাবা-মা আট বছর বয়সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর হাতে তুলে দেন। তার বাবা মা বলেছিলেন," হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমার ছেলেকে আপনার পরিচারক হিসেবে গ্রহণ করুন"। আর হযরত আনাস(রা) বলেছেন নবীজি তাকে দেখতেন তার নিজের ছেলের মতই। তিনি সবসময়ই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছায়ার মত লেগে থাকতেন ।এই দিক থেকে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তুলনা করা যায় আনন্দের সাথে ।

সাবিত্রী: আনন্দের সাথে ? কিভাবে?? আমি : তুমি তো জানো ,যখন একটা পাগলা হাতি গৌতম বুদ্ধের দিকে তেড়ে আসছিল তখন আনন্দ বুদ্ধের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একইভাবে হযরত আনাস (র)ওহুদের যুদ্ধের সময় যখন তার বয়স ১১ বছর, সেই যুদ্ধে যখন শত্রুরা নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে ঘিরে ফেলল তখন তিনি নবীজি পাশে ছিলেন । হুনায়নের যুদ্ধে তার বয়স যখন ষোলো বছর শত্রুপক্ষের তীরন্দাজরা যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে ঘিরে ফেললে তখনও তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে আড়াল করেছিলেন । নবীজি সাল্লাল্লাহু সালামকে আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাকে আনন্দের সাথে তুলনা করা যায় ।

এরপর আরো আছে, গোষতল অফ বুদ্ধাতে ২১৪ নং পৃষ্ঠায় -

"এই মায়েত্রির ৬ টা গুন থাকবে -

১ .তিনি আলোপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলায়।

২. আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি উজ্জ্বল হবেন ।

৩. তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন।

৪. তিনি রাতের বেলায় মারা যাবেন।

৫.মারা যাবার সময়ও তিনি উজ্জ্বল হবেন।

৬. তিনি মারা যাবার পর এই পৃথিবীতে তাকে আর স্ব শরীরে দেখা যাবে না।"

সাবিত্রী: গুণগুলো দিয়ে কি প্রমাণ হয়?

আমি: বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, এই ছয়টা গুণাবলী পাওয়া যায় শুধুমাত্র আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর বেলায় ।

সাবিত্রী: বুঝিয়ে বল।

আমি: বলছি। আমরা জানি যে, নবীজি সাঃ প্রথম ওহী পেয়েছিলেন রাতের বেলায়। পবিত্র কুরআনের সূরা দুখানের ২ ও ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ الۡکِتٰبِ الۡمُبِیۡنِ ۙ﴿۲﴾ সুস্পষ্ট কিতাবের কসম!

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَیۡلَۃٍ مُّبٰرَکَۃٍ اِنَّا کُنَّا مُنۡذِرِیۡنَ ﴿۳﴾ নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।

এছাড়াও সূরা কদরের এক নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,"

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَیۡلَۃِ الۡقَدۡرِ ۚ﴿۱﴾

নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে নাযিল করেছি মহামান্বিত রাতে" । (সুরা কদর, আয়াত ১)

এরপরে আছে, তিনি উজ্জ্বল হবেন। আমরা জানি যে ,ওহী নাযিলের সময় আমাদের নবী উজ্জ্বল হয়েছিলেন, আলোকিত হয়েছিলেন। তিন নম্বরে বলা হয়েছে, তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন। আমাদের নবীজিও স্বাভাবিক অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। চার নাম্বারে বলা হয়েছে, তিনি রাতের বেলায় মারা যাবেন। আমাদের নবীজিও রাতের শেষে ইন্তেকাল করেছেন। এরপর আরো বলা হয়েছে তিনি মারা যাওয়ার সময় উজ্জ্বল হবেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,"

"নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় খুব উজ্জ্বল ছিলেন"।

শেষটা হল ,তার ইন্তেকালের পরে তাকে আর দেখা যাবে না। আমরাও জানি যে, নবীজি(সা)কে স্বশরীরে আর কোনদিন দেখা যাবে না , মদিনায় তার রওযা রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ করা এ সকল কথা শুধুমাত্র আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাতেই খাটে।

এছাড়াও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, দ্য সিক্রেট বুক অফ ইস্ট এর ১০ নং খন্ডের ৬৮ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে -"তথাগতরা শুধু প্রচার করবে অর্থাৎ যে বুদ্ধ আসবেন তারা শুধু প্রচার করবেন"। আর আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেছেন ,

فَذَكِّرۡ ۟ؕ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُذَكِّرٌ ﴿۲۱﴾

অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র।

(সূরা গসিয়া, আয়াত ২১)

এছাড়াও সিক্রেট বুক অফ দা ইস্ট এর ১০ নং খন্ডের ৬৭ নং পৃষ্টায় বলা হয়েছে,

"স্বর্গে যেতে হলে তোমার ভালো কাজ গুলোর প্রয়োজন হবে "

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ,

وَ الۡعَصۡرِ ۙ﴿۱﴾

اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ ۙ﴿۲﴾

اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۬ۙ وَ تَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ﴿۳﴾

সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে,পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সূরা আসর, আয়াত ১-৩)

এখানে ভালো কাজ গুলো কি কি সেটা বলেছেন, যা আমাদের জান্নাত অব্দি পৌঁছে দেবে । এখানে হক এর পথে থাকার কথা, হক প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যেটা অনেকটা বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায়নিষ্ঠতার মত। এগুলো ছাড়াও ধর্ম পটে উল্লেখ করা আছে- "মাত্তারসুক্তা ১৫১ " এখানে সর্বশেষ বুদ্ধ বা মায়েত্রীর বর্ণনা দেয়া আছে। যিনি হবেন মানবজাতির প্রতি করুণা, তিনি হবেন ভদ্র, তিনি হবেন মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত, তিনি

হবেন দয়ালু, আর তিনি হবেন সত্যবাদী। আর এই প্রত্যেকটি কথাই খাটে আমাদের চূড়ান্ত ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বেলায়। যিনি এই বিশ্বের জন্য রহমতুল্লাহ আল আমিন হিসেবে এসেছেন ।আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন এইভাবে,,

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ ٭ وَ اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۙ﴿۲﴾

তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।

(সূরা আল জুমুআহ, আয়াত ২)

قُلۡ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَیۡکُمۡ جَمِیۡعَۨا الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۪ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ الَّذِیۡ یُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ کَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ﴿۱۵۸﴾

বল, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে। (সুরা আল আরাফ, আয়াত ১৫৮)

বৌদ্ধধর্মের শেষ বুদ্ধ এবং নবী মুহাম্মদ (সাঁঃ)

শেষ বুদ্ধ বা নবী (ﷺ) এর আগমনবার্তা গৌতমের কথা সকলের আগে সর্বোত্তম বাক্য, যার কারনে তা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে, “বুদ্ধ যে ক্ষেম বা মঙ্গল বাক্য বলেন তা নির্বাণপ্রাপ্তির জন্য দুঃখের অন্তসাধনের জন্য করে থাকেন তা অবশ্যই সর্বোত্তম বাক্য।”[1] গৌতম শেষ বুদ্ধ নন ও শেষ বুদ্ধের আগমনী বার্তা গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, “আমি জানি, অতীতে বুদ্ধগণ সকলেই চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দূর্বলকারী পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া, চর্তুবিধ স্মৃতি প্রস্থানে চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত

করিয়া, সপ্ত বোধ্যাঙ্গ যথারূপে অনুশীলনপূর্বক অনুত্তর সম্যক সম্বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন তাহারা সকলে ওই একই মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান ভগবানও ঐ মার্গই অবলম্বন করিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছেন।"[2] এছাড়া একই ধরনের কথা অনেক যায়গায় উল্লেখ রয়েছে। যেমন তিনি প্রথম বুদ্ধ নন, তিনি শেষ বুদ্ধ নন। তার আগেও অনেক বুদ্ধ এসেছিলেন তার পরেও অনেক বুদ্ধ আসবেন। সবাই এক কথার বা এক ধর্মের প্রচার করবে।[3] তিনি আরো এক স্থানে বলেছেন, "জগতে আমার যেই ঋদ্ধি প্রদর্শিত হচ্ছে, ইহা কি আশ্চর্য! ইহার চেয়ে আরো অনেক আশ্চর্য ও অদ্ভুত এবং লৌমহর্ষক ঋদ্ধি ভবিষ্যতে আসবে।"[4] শেষ বুদ্ধ মৈত্রেয় গৌতম বুদ্ধ শেষ বুদ্ধের আগমনের কথা বলেছেন যার নাম- "মৈত্রেয়"[5] যার অর্থ- করুণাময়, করুণা। এটিও কোরানে বর্নিত নবী (ﷺ) এর আল্লাহর প্রদত্ত নাম- "রহমাতাল্লিল আলামীন"[6] এর অর্থ বিশ্বজগতের করুণা। মৈত্রেয় বিষয়ে গৌতম তার শিষ্যদের মধ্যকার কথোপকথনঃ- Ananda, suppressing his tears, said to the Blessed One: "Who shall teach us when thou art gone?" And the Blessed One replied: "I am not the first Buddha who came upon earth, nor shall I be the last. In due time another Buddha will arise in the world, a Holy One, a supremely enlightened One, endowed with wisdom in conduct, auspicious, knowing the universe, an incomparable leader of men, a master of angels and mortals. He will reveal to you the same eternal truths which I have taught you. He will preach his religion, glorious in its origin, glorious at the climax, and glorious at the goal, in the spirit and in the letter. He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure; such as I now proclaim." Ananda said: "How shall we know him?" The Blessed One said: "He will be known as, which means 'he whose name is kindness.' [7] আনন্দ অশ্রু চেপে রেখে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "বুদ্ধ! আপনার

মৃত্যুর পর আমাদেরকে কে উপদেশ দান করবে?” বুদ্ধ বললেন, “আমিই একমাত্র পৃথিবীতে আগমনী প্রথম বুদ্ধ নই কিংবা শেষ বুদ্ধও নই। যথাসময়ে একজন বুদ্ধ আসিবেন। আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত। অশেষ ন্যায়পরায়ণ আচরনসমৃদ্ধ, শুভকামনাময়, মহাবিশ্বের বুদ্ধিমান, অনুপম মানবনেতা, স্বর্গীয় বার্তাবাহক এবং নৈতিকতার গুরু। তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন-একই অনন্ত সত্য যা আমি দিয়েছি। তিনি প্রচার করবেন তার ধর্ম। যার শুরুটাই ছিলো মহিমান্বিত, অধিক মহান এবং রয়েছে তার মহান উদ্দেশ্য যা আধ্যাত্মিক ও পরলৌকিক। তিনি পূর্ণাংগ ধর্মমতে প্রচার করবেন, যা পুরোটাই চমৎকার এবং বিশুদ্ধ।যেমনটা এখন আমি এখন প্রচার করছি। আনন্দ বললেন, “আমরা তাকে কিভাবে চিনবো?” বুদ্ধ জবাব দিলেন, “তাকে মৈত্রেয় নামে জানতে পারবে। যার অর্থ -যিনি করুণাময়।“ শেষ বুদ্ধের বৈশিষ্ট্য, গুণ ও মর্যাদা গৌতম বুদ্ধ শেষ বুদ্ধকে নরশ্রেষ্ঠ দাবি করেছেন। নরশ্রেষ্ঠ গুণাবলিগুলোর সাথে নবী (ﷺ) এর অনেক মিল পাওয়া যায়। ত্রিপিটকে বলা আছে- ৮৫৪. কী রকম দৃষ্টি ও শীলসম্পন্নকে ‘উপশান্ত’ বলা হয়। হে গৌতম, আমি আপনাকে নরশ্রেষ্ঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তা প্রকাশ করুন- ৮৫৫. ভগবান গৌতম বলিলেন, দেহত্যাগের পূর্বে যিনি বীততৃষ্ণ হইয়াছেন, যাঁর নিকট অতীত, বর্তমান, সব বিষয় অনিশ্রিত, অনুৎপন্নযোগ্য; তাঁর অনুরাগ (পরিখা) থাকে না। ৮৫৬. যিনি অক্রোধী, ভয়হীন, নিরহংকারী, অনুশোচনাহীন, বাক-কুশলী, অনুদ্ধত এবং যার বাক্য সংযত, তিনিই মুনি। ৮৫৭. যিনি ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অতীতকে নিয়া অনুশোচনা করেন না। তিনি স্পর্শ ও দৃষ্টিসমূহে বিবেকদর্শী হইয়া চালিত হন না। ৮৫৮. তিনি অসংলগ্ন, অকুহক, অলোভী, অকৃপণ, অচঞ্চল, ঘৃণারহিত, এবং পৈশুন্যমুক্ত। ৮৫৯. তিনি আনন্দজনক বিষয়সমূহে (পঞ্চকামগুণে) নিরানন্দিত এবং অতিমানে যুক্ত নন। তিনি শান্ত (সণ্হো), প্রতিভাবান (প্রত্যুৎপন্নমতি); (তিনি) অনুরক্তও নন, আবার স্বয়ং অনাগ্রহও দেখান না। ৮৬০. যেই ব্যক্তি লাভের ইচ্ছায় শিক্ষা করেন না এবং অলাভে কুপিত হন না। তিনি তৃষ্ণার দ্বারা অনুরক্ত না হইয়া রসেও অতিলোভী বা লোভপরায়ণ হন না। ৮৬১. তিনি উপেক্ষক, সদা স্মৃতিমান। জগতে তিনি অন্যজনের সমান,

অন্যজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা অন্যজনের চেয়ে নীচ মনে করেন না। তাঁর কোনো অহমিকা (উৎসদ) নাই। ৮৬২. যাঁহার কোনো নিশ্রয় নাই, ধর্ম জানিয়া যিনি অনিশ্রিত, ভবের প্রতি বা বিভবের প্রতি যাঁর কোনো তৃষ্ণা বিদ্যমান নাই। ৮৬৩. যিনি কামে নিরপেক্ষ, তাঁকে আমি উপশান্ত বলি। যাঁহার কোনো গ্রন্থি বিদ্যমান নাই, সেই ব্যক্তি তৃষ্ণা অতিক্রমকারী। ৮৬৪. তাঁর পুত্র, পশু, ক্ষেত্র ও বস্তু (জায়গা) কিছুই নাই। আত্মা বা নিরাত্মা তাঁহার কিছুই উপলব্ধ বা অনুভব হয় না। ৮৬৫. পৃথগ্‌জন (সাধারণ লোক) এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা যাহার দ্বারা তাঁহাকে দোষযুক্ত (পাপী) মনে করিয়া থাকে; তাহা (সেই বিষয়) তাঁহার ভক্তির বিষয় নয়, সেই কারণে তিনি বাদানুবাদে উত্তেজিত হন না। ৮৬৬. বীতলোভ, মাৎসর্যহীন মুনি নিজেকে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, সমশ্রেণিভুক্ত কিংবা নিম্ন শ্রেণিভুক্তও বলেন না বা মনে করেন না (এবং) তিনি কল্প ও অকল্পকে গ্রহণ করেন না। ৮৬৭. এই জগতে নিজের বলে যাঁহার বা অর্হতের কোনো কিছু নাই, তিনি বিপরিণত বিষয় নিয়া অনুশোচনা করেন না এবং বিভিন্ন ধর্মের মতানুসরণ করেন না। তিনি “শান্ত” বলে বিবেচিত হন।[8] এসব গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য হুবহু নবীজীর (ﷺ) এর সাথে মিলে যায়। এজন্য আল্লাহ বলেন-আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।[9] গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন যে, দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বা উপলক্ষে একজন বুদ্ধের চেহারা স্পষ্ট এবং অতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেঃ[10] যে রাতে সর্বোচ্চ এবং নিখুঁত অন্তর্দৃষ্টি বা জ্ঞান প্রাপ্ত হন। যে রাতে তিনি শেষ পর্যন্ত সেই অকাল মৃত্যুতে চলে যান যা তার পার্থিব অস্তিত্বের কিছুই অবশিষ্ট রাখে না।

১ম পয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি মহানবী (ﷺ) এর প্রেক্ষাপটে ১ম আলো, উজ্জ্বলতা, স্পষ্টতা হল নবুয়ত প্রাপ্তির মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের ওহি পাওয়া। নবীজী প্রথম ওহী পেয়েছিলেন রমজানের কদরের রাতে।[11] এর পরে ২য় পয়েন্টে রাতে অকাল মৃত্যু বা অস্বাভাবিক মৃত্যুকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে পার্থিব অস্তিত্বের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমরা জানি আমাদের নবীজী স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরন করেছেন।[12] যেহেতু তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন সেহেতু রাত ও দিনের

কোন প্রশ্নই আছে না। কিন্তু মৃত্যুর আগে নবীজীর চেহারা ঠিকই আগের তুলনায় আরো বেশি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছিল[13], এবং এখানে 'তার পার্থিব অস্তিত্বের কিছুই অবশিষ্ট রাখে না' বলতে সাধারনত ইহকাল ত্যাগ করে পরলোক গমন করাকেই বুঝাচ্ছে কিন্তু যদি আক্ষরিক অর্থ নিই তাহলেও দেখা যায় নবীজীর পার্থিব জীবনেও কিছুই ছিলনা বলা যায় উনার মৃত্যুর আগে ও পরে, শুধু সাধারন জীবন যাপন করার মত যা প্রয়োজন তা ছাড়া, এমনকি তিনি মৃত্যু আগেই বলে গিয়েছিলেন, "আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমরা যা কিছু রেখে যাই সবই সদাকাহ"[14] এখানে একটা বিষয় খেয়াল করা জরুরি। এখানে বলা হয়নি যে, সব বুদ্ধের বেলায় এদুটো জিনিস ঘটবেই। যেহেতু মহানবী (ﷺ) এর সাধারন মৃত্যু ঘটেছে ও তিনি রাতে মারা যান নি সেহেতু তার মুখ উজ্জ্বল হওয়ার কথা না বুদ্ধের কথা অনুসারে, কিন্তু আমরা এর বিপরীত দেখতে পাচ্ছি আমাদের নবীর বেলায়, অর্থাৎ তিনি রাতে মারা যান নি, অস্বাভাবিক বা একদম কম বয়সেও মৃত্যুবরন করেন নি, তারপরও মৃত্যুর আগে উনার চেহারা কোরআনের নূরের ন্যায় জ্বলজ্বল করছিল। এই থেকেই চিন্তা করুন যে মহানবী (ﷺ) কতটা স্পেশাল ও উনার মর্যাদা কত বেশি ছিল! আবার আরেক স্থানে গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, "একজন মৈত্রেয় আসবেন যার বেশ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর গুন থাকবে, তিনি হাজার হাজার মানুষকে নেতৃত্ব দিবেন যেখানে আমি নেতৃত্ব দিয়েছি মাত্র কয়েকশো মানুষকে।"[15] এটাত কোন প্রমান ছাড়াই সবার জানার কথা যে নবীজী (ﷺ) নবুয়ত পাওয়া হতে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সত্য দ্বীন প্রচারের কারনে ও সেটার মাধ্যমে অসংখ্য অনুসারী অর্থাৎ সাহাবী পেয়েছিলেন। সাহাবী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি ঈমান সহকারে তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন। সাহাবিদের সংখ্যা একদম নিশ্চিত নন কেউ, তারপরও প্রায় লক্ষাধিক সাহাবি ছিল এটা নিশ্চিত এবং নবীজী সেই লক্ষাধিক সাহাবির নেতা ছিলেন।[16] গৌতম বুদ্ধ আরো বলেছেন যে, "ভাইয়েরা, অতীতের দীর্ঘ যুগে অরহৎ-বুদ্ধ হয়েছে, সেখানে আশীর্বাদপুষ্টদের প্রতি অনুগত সেবক ছিল যেমন আনন্দ আমার প্রতি। এবং ভাইয়েরা, ভবিষ্যতের দীর্ঘ যুগে যে কেউ

অরাহত-বুদ্ধ হবেন, সেখানে সেই আশীর্বাদপুষ্টদের প্রতি অনুগত সেবক থাকবেন যেমন আনান্দ আমার কাছে ছিল।”[17] আমরা জানি রাসূল (ﷺ) এরও সেবক ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিলে আনাস (রা)। আনাস (রা) খুব ছোট প্রায় ৮ বছর বয়স থেকে মহানবী (ﷺ) এর সঙ্গে সব প্রায় সব সময় থাকতেন, যুদ্ধে, দুঃখে, আনন্দে, জয়ে, শান্তিতে, নিরাপত্তায়, বিপদে প্রায় সব ক্ষেত্রে। এমনকি গৌতম বুদ্ধ ও আনন্দের মধ্যে সম্পর্ক যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি গভির, মধুর, ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল নবীজী (ﷺ) ও আনাস (রা) এর মধ্যে। আনাস (রা) এর সাথে তিনি নিজের সন্তানের মত আচরন করতেন। আনাস (রা) জ্ঞান অর্জন, জিহাদ, আচরন, এবাদত বন্দেগি, আনুগত্যের দিক দিয়ে আনন্দের থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন বলা যায়।[18] গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ১ হাজার বছর পর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একবার গৌতম বুদ্ধ একটা ঘটনা ঘটার পর বলেছিলেন, এমন না করলেও আগামী এক হাজার বছর পর আমার ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যেত।[19] আমরা জানি, আনুমানিকভাবে গৌতম বুদ্ধের সময়কালটা ছিলো খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ থেকে ৫ম শতক।[20] আবার মুহাম্মদ (ﷺ) এর জন্ম ৫৭০-৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে।[21] আপনারা খেয়াল করলেই দেখবেন দুজনের সময়ের পৃথিবীতে আগমনের সময়কাল প্রায় ১ হাজার বছর। ত্রিপিটকে বুদ্ধের এই কথাও কিন্তু হুবহু মিলে যায় মহানবী (ﷺ) এর আগমনের সাথে।

গৌতমের শিক্ষার সাথে মৈত্রেয় তথা নবী (ﷺ) এর সাদৃশ্য একেশ্বরবাদী গৌতম বলেন- সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা, যাহা কর্তৃক আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম, তিনি অনন্তকাল ওইরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, পরিবর্তনশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি।” বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভরূপে কথিত ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা। তদুত্তরে তাহারা বলেন, “সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।” ভগ্নব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ওই জ্ঞান

আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না। [22] নবী (ﷺ) একেশ্বরবাদী ছিলেন। উনার প্রচার করা আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআনে অসংখ্য বার এক ঈশ্বরের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল (ﷺ) বলেনঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায় (১) যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়; (২) যে একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য কোন বান্দাকে মুহব্বত করে এবং (৩) আল্লাহ্ তা'আলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর-এ ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।[23] পৌত্তলিকতা, মূর্তি নিষিদ্ধ ত্রিপিটকে বলা হয়েছে, "কারণবশত লোকেরা সেবা করে পূজা করে, বিনা কারনে মনে মিত্র লাভ দূর্লভ।কলুষিত নর স্বীয় লাভের জন্য সেবা, (বস্তুর) পূজা করে। তা খড়্গবিষাণে একাকি ন্যায় বিচরন করে।"[24] [গৌতম বুদ্ধ মূর্তিপূজক ছিলেন, এরকম বিবরণ ত্রিপিটকে নেই।] রাসুল (ﷺ) ছিলেন ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর। তিনি ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রচারিত ধর্ম পালন করতেন। তিনি জীবনে কখনো মূর্তিপূজা করেননি এমনকি মূর্তি স্পর্শও করেননি। নবুয়্যতের আগে, শিশুকাল থেকেই তিনি মূর্তিপূজা অপছন্দ করতেন।[25] স্বর্গ নরক বিশ্বাস গৌতম স্বর্গ ও নরকের বিশ্বাসী ছিলেন।[26] নবী (ﷺ) ও জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী ছিলেন।[27] বর্ণ জাতপাত দূরীকরণ গৌতম জাতপাত দূর করেছিলেন। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এই চারি বর্ণের লোকেরা গৌতমকে গ্রহন করলে গোত্রীয় নাম পরিত্যাগ করিয়া, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হিসেবে বিবেচিত হবে।[28] নবী (ﷺ) ও একই কথা বিদায়ী হজ্জের ভাষণে বলেছেন – "হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই" [29] জ্ঞান প্রচার করা গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে তাঁর কোন গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য শিক্ষা ছিল না, তিনি বলেন, "আমি সত্য প্রচার করেছি, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য না করেই। হে আনন্দ, সত্যের ক্ষেত্রে

তথাগত শিক্ষকদের বদ্ধ মুষ্টি বলতে কোন জিনিস নেই। এমন কেউ থাকা উচিৎ যে এমন চিন্তাকে লালন করে, 'আমিই ভ্রাতৃত্বের নেতৃত্ব দেব' অথবা, 'আদেশ আমার উপর নির্ভরশীল'''[30] আমরা জানি মুহাম্মদ (ﷺ) ওহী হিসেবে যা পেয়েছিলেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে সবার কাছে প্রচার করেছেন, আল্লাহ উনাকে যা শিখিয়েছেন, যা করতে বলেছেন, যা আদেশ-নিষেধ করতে বলেছেন, যেভাবে করতে বলেছেন এমন সব মুহাম্মদ (ﷺ) প্রচার করেছেন। আর সাহাবীগণকে বলেছেন এগুলো মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখো না, এগুলো প্রচার করো। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে এখানে প্রকাশ্য বা গুপ্ত কিছুই নেই এখানে সব কিছুই প্রকাশ করতে হবে। এমনকি তিনি নিজের সাহাবীগণদেরকে এটা বলেছেন যে, আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। মহানবী কে যত জ্ঞান দিয়েছিলেন আল্লাহ তিনি সব প্রচার করেছেন কোন কিছুই বাদ দেন নি। [31] আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা প্রচার কর, আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না।[32] গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, "সকলের প্রতি যারা তাকে পাপ থেকে বিরত রাখতে পারে, বা পারে তাকে সঠিক উপদেশ দিতে।'[33] মহানবী বহু হাদিসে বলেছেন, সাধ্যমত মানুষকে খারাপ কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করতে, উপদেশ দিতে, আদেশ করতে, আহ্বান করতে, নিষেধ করতে।[34] পবিত্র কোরআনে বহু যায়গায় আল্লাহ বলেছেন, উপদেশ দিতে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতে, পাপ করতে বারন করতে, মন্দকে প্রতিহত করতে, ভালো কাজে আহ্বান করতে ও খারাপ কাজে নিষেধ করতে।[35]

৪. উপসংহার

সৃষ্টির শুরু থেকে শয়তান আমাদের আল্লাহের পথ থেকে বিচ্যুত করার নেশায় মেতেছে। যুগে যুগে নবীগণ মানুষকে এক আল্লাহর দাওয়াত দিয়ে গেছেন। বৌদ্ধধর্মে, রিসালাত হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। রিসালাতের মাধ্যমে বোধিসত্ত্বরা সকল মানুষকে মুক্তি লাভের পথে পরিচালিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। রিসালাতের মাধ্যমে বোধিসত্ত্বরা তাদের জ্ঞান ও বোঝাপড়া অন্যদের সাথে শেয়ার করেন এবং তাদেরকে সহায়তা করেন। আমাদের নবী(সাঃ)সবচেয়ে বেশি কষ্ট, সবচেয়ে বেশি তাগ অর্জন করেছেন এই উম্মাহ এর ফিকিরে।উম্মতি মোহাম্মদী হিসেবে তাই আমাদেরও মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের বাণী অমুসলিম ভাইবোনদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। এই পুণ্যময় কাজে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের আমৃত্যু ফিকির করার তওফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র

⇧1 সূত্রত্রিপিটক, সংযুক্তনিকায় (সগাথাবর্গ), ৮নং বঙ্গীস, সংযুক্ত, ৫নং সুভাষিত সূত্র, শ্লোক-২১৩; ত্রিপিটক অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ

⇧2 ত্রিপিটক, সূত্রপিটক, দীর্ঘনিকায়, মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১৪৬

⇧3 ত্রিপিটক, দীর্ঘনিকায় ২য় খন্ড, মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১৭; ৩য় খন্ড, সম্প্রাস্মরনীয় সূত্রান্ত, শ্লোক ২ সহ ত্রিপিটকের প্রায় ২০ যায়গায় এই ধরনের কথা এসেছে

⇧4 বুদ্ধবংশ, রতন চক্রমন কান্ড, পৃষ্ঠা ১৬

⇧5 পল কারাস, গসপেল অফ বুদ্ধ, পৃষ্ঠা ২১৭-৮

⇧6 সূরা আম্বিয়া আয়াত ১০৭

⇧7 চক্কবতি সিংহনাথ সুত্রান্ত, ডি ১১১৭৬; Gospel of Buddha, Translater: Paul Carus, Ch.Metteyya, Page:117-118; https://www.sacred-texts.com/bud/btg/btg97.htm

⇧8 ত্রিপিটক, সূত্রপিটক, খুদ্দনিকায়, সূত্রনিপাত, অষ্টক বর্গ, ১০নং পুরাভেদ, শ্লোক ৮৫৪-৮৬৭

⇧9 কুরআনের সূরা আল-কলম, আয়াত ৪; মহানবী (ﷺ) এর সিরাত, বংশ পরিচয়, গুনাবলি, বৈশিষ্ট্য, ধর্ম প্রচার ইত্যাদি পড়লেই মিল থাকার প্রমান পেয়ে যাবেন

⇧10 Gospel of Buddha, Translater: Paul Carus, Ch.Metteyya, Page:116-117; https://www.sacred-texts.com/bud/btg/btg96.htm

⇧11 সূরা দুখানের আয়াত ২,৩; সূরা কদর আয়াত ১; https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=43&chapter=6082

⇧12 রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর মৃত্যু

⇧13 https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5749

⇧14 সহিহ মুসলিম ১৭৫৮-১৭৬১; https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=51555

⇧15 সেক্রেড বুকস অফ দ্যা ইস্ট ৩৫/২২৫

⇧16 সাহাবিদের সংখ্যা – https://islamqa.info/ar/answers/108008/

⇧17 সেক্রেড বুক অব দ্যা ইস্ট, ১১/৯৭, মহাপরিনির্বাণ সুত্তা, ৫ অধ্যায়, ৩৬-৩৭ অনুচ্ছেদ

⇧18 https://at-tahreek.com/article_details/6791

⇧19 ত্রিপিটক, অঙ্গুত্তর নিকায়া, ৪র্থ খন্ড, অষ্টক নিপাত, দ্বিতীয় পঞ্চাশক, গৌতমি বর্গ, গৌতমি সুত্রক, অনেচ্ছেদ ৯, শ্লোক ৫১; ত্রিপিটক, চুল বর্গ, ভিক্ষুনি স্কন্দ, নারী ভিক্ষুনি তথ্য লাভ অধ্যায়

⇧20 Gethin, Rupert, M.L. (1998), Foundations of Buddhism, Oxford University Press, pp 5, 9, 10, 14

⇧21 https://islamqa.info/bn/answers/147601/

⇧22 ত্রিপিটক, সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায় পাথিক-বর্গ, ১. পাথিক সূত্রান্ত, শ্লোক-৪০

⇧23সহিহুল বুখারী, হাদিস ২১;

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=23

⇧24 ত্রিপিটক, সূত্রপিটক, খুদ্দকনিকায়, চূলনির্দেশ, খড়্গবিষাণ সূত্র, চতুর্থ বর্গ শ্লোক-১৬১

⇧25 আমাদের এই পোস্টটি পড়ুনঃ নবুয়্যতের পূর্বে মুহাম্মদ ﷺকোন ধর্মে ছিলেন?

⇧26 ত্রিপিটক, সূত্রপিটক দীর্ঘনিকায়, শীল স্কন্ধবর্গ, ৮নং কস্পপ সীহনাদ সূত্র, শ্লোক-৩৮২

⇧27 বুখারী হাদিস ৩৪৩৫; মুসলিম ২৮; আহমাদ ২২৭৩৮; https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=27774

⇧28 ত্রিপিটক, বিনয়পিটক, চূলবর্গ, ৯নং প্রতিমোক্ষ, স্থতিকরন অধ্যায়, শ্লোক-৩৮৫

⇧29 হাদিস সম্ভার, হাদিস ১৯৫; আহমাদ ২৩৪৮৯; শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ৫১৩৭; https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=63440

⇧30 সেইক্রেড বুকস অফ দ্যা ইস্ট, ১১/৩৬; মহাপরিনির্বাণ সুত্তা, ২য় অধ্যায়ের ৩২ অনুচ্ছেদ

⇧31 সহীহ বুখারি ৩৪৬১; সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াতের তাফসির, https://www.hadithbd.com/quran/error/?id=736

⇧32 সূরা মায়েদা আয়াত ৬৭

⇧33 দ্যা সেক্রেটবুক অব দ্যা ইস্ট ১০/৬৮

⇧34 সহীহ মুসলিম ৪৯, ৫০, ২০১, ১৮৫৪; মুসনাদে আহমাদ ৪৩৬৬; বুখারি ২২৮২; ইবনু মা-জাহ ১২৭৫; তিরমিজি ৬১৭, ২১৬৯, ২১৭২, ২২৬৫, ৪৭৬০

⇧35 সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৭৯; সুরা মুমিনুন আয়াত ৯৬; সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪; সূরা নিসা আয়াত ৭৬; সূরা নিসা আয়াত ১৪৮; সূরা আত-তাওবা, আয়াত ৭১, সূরা আল-গাশিয়া, আয়াত ২১

https://bn.wikipedia.org/wiki/

https://www.gotquestions.org/Bengali/Bengali-buddhism.html

https://www.adda247.com/bn/jobs/buddhism/

https://studybuddhism.com/bn/uccatara-siksa/itihasa-ebam-sanskrti/baud-dhadharma-ebam-isalama/baud-dhadharma-o-isalamera-madhye-ki-kona-sadrsya-ache

https://bn.quora.com

https://www.miliknowledge.in/2023/06/blog-post_24.html

https://www.hadithbd.com/quran/

https://nivvanatv.net/বুদ্ধ-মূর্তি-সাম্য-মৈত্র

(বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১৭৫

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111413151/